|  |
| --- |
| **অধ্যায়-২**কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ |

**১.০ ভূমিকা**

একটি দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য সে দেশের শিশুদের যুগোপযোগী ও রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে উৎপাদনমুখী দক্ষ জনগোষ্ঠিতে রূপান্তর করা খুব জরুরী। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের মূল কার্যক্রমের একটি হলো-কারিগরি ও বৃত্তিমূলক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে প্রশিক্ষিত, দক্ষ এবং উন্নত মূল্যবোধ সম্পন্ন মানব সম্পদ সৃষ্টি। সরকার শিক্ষাকে দারিদ্র বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়নের অন্যতম প্রধান কৌশল হিসেবে গ্রহণ করে এ খাতে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে আসছে। দেশব্যাপী মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিশুদের একটি বড় অংশ অধ্যয়নরত। এসকল শিশুকে ধর্মীয় মূল্যবোধের পাশাপাশি আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কর্মমুখী শিক্ষার সাথে পরিচিতি ঘটানো জরুরী। আবার, বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত এ দেশের শিশুদের অভ্যন্তরে ও বৈদেশিক শ্রমবাজারে প্রতিযোগীতার উপযোগী দক্ষ জনবল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠির জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান, শিশু শিক্ষার্থীদের মাঝে তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত সরঞ্জাম বিতরণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন, মেয়ে শিক্ষার্থী এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠির জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম, শিশু বান্ধব শিক্ষা উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে গ্রীন ও ক্লিন ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগসহ এ বিভাগ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে।

**২.০ জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ**

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি-কৌশলসমূহ ও সে আলোকে গৃহীত কার্যক্রমসমূহের সারসংক্ষেপ নিম্নে বর্ণনা করা হল:

| **জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ** | **কার্যক্রমসমূহ** |
| --- | --- |
| জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ এ বিবৃত শিশু উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কৌশলসমূহ নিম্নরুপ:* শিক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা;
* কম সুযোগ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য অগ্রসর শিক্ষার্থীদের অনুরূপ সুযোগ সৃষ্টি এবং বিভিন্ন রকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ;
* শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সালের মধ্যে ১:৩০ এ উন্নীতকরণ;
* শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তথ্যপ্রযুক্তি, যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের সুবিধা প্রদান;
* শিক্ষার সব ধারাতে জন-সমতাভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে মৌলিক বিষয়ে অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাধ্যতামূলক করা।
 | * বিভাগের অধীন বিভিন্ন সংস্থার আওতায় গৃহিত প্রকল্পের মাধ্যমে শিশু শিক্ষার্থীদের মাঝে তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত সরঞ্জাম বিতরণ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন করা হচ্ছে;
* কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ ও শিক্ষার গুনগত মনোন্নয়নের জন্য ‘১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন’, ‘২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন’, ‘চট্রগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগে ১টি করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন’, ‘অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যমান পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন’, ‘সিলেট, বরিশাল, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগে মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন’, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের সক্ষমতা বৃদ্ধি’ প্রভৃতি প্রকল্পের কাযক্রম চলমান আছে।
 |
| ৭ম-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যগুলো সন্নিবেশিত আছেঃ* সংশ্লিষ্ট স্কুলসমূহে পাঠদান ও শিখন পদ্ধতির উন্নয়ন;
* সমাজের অসাম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে সকলের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা;
* শিক্ষা ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীকরণ ও শিক্ষার কার্যকারিতা বৃদ্ধি;
* কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন।
 | * স্কিল কম্পিটিশন-২০১৮ আয়োজন করা হয়েছে;
* কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে;
* মেয়ে শিক্ষার্থী এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠির জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম চলমান আছে।
 |
| জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্র (NSSS) এ কৌশলপত্রের দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্য হল সকল নাগরিকের জন্য একটি সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাতে সকলের জন্য একটি ন্যুনতম আয়ের নিশ্চয়তা বিধান করা যায় এবং সংকটকালীন সময়ে যাতে কেউ দারিদ্রসীমার নিচে নেমে না যায়।  | * কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।
 |
| এস.ডি.জি.তে শিশু উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট শিক্ষাখাতের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ নিম্নরুপ* সকল ছেলে ও মেয়ের জন্য ন্যায়সঙ্গত, মানসম্মত ও লাইফলং শিক্ষা নিশ্চিত করা;
* শিশু, প্রতিবন্ধী ও জেন্ডার সংবেদনশীল এবং নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিখন পরিবেশ সম্বলিত শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন।
 | * কন্যা শিশুদের প্রতি বিভিন্ন সামাজিক বৈষম্যের বিলোপ, বাল্য বিবাহ নিরোধে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ‘সিলেট, বরিশাল, রংপুর এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন’ শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে (অগ্রগতি-১৯%)। ৮টি বিভাগীয় সদরে ৮টি মহিলা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন” শীর্ষক নতুন প্রকল্প গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান;
* কারিগরি শিক্ষার ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি-বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে;
* শিশু বান্ধব শিক্ষা উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে গ্রীন ও ক্লিন ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গৃহিত হয়েছে;
* প্রতিটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের পৃথক টয়লেট তৈরি করা হয়েছে ;
* প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য র‍্যাম্প তৈরি করা হয়েছে।
 |

**৩.০** শিশু বাজেট বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে গত তিন বছরের অর্জন

* নতুন সৃষ্ট বিভাগ হিসেবে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩.৯৯% হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪.০৭%, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫.৩৯% হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৫.৫৭%-এ উন্নীত হয়েছে;
* ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার মাধ্যমিক পর্যায়ে হ্রাস পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩৯.৮৩% হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩৮.৮২%, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার হ্রাস পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩০.৩০% হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২৯.৩৫% হয়েছে;
* মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে দাখিল পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১২.২৬% হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১২.৭০%এ উন্নীত হয়েছে, ঝরে পড়ার হার ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৪৬.০৬% হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪৪.৫৫%-এ হ্রাস পেয়েছে;
* মাদ্রাসা শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা বিধানের লক্ষ্যমাত্রা অনেকাংশে অর্জিত হয়েছে- দাখিল পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী অনুপাত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৪৪:৫৬ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪৩:৫৭ হয়েছে;
* মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত শিশুদের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপনের জন্য Establishment of Multimedia Classroom in 653 Madrasah of the Country শিরোনামে প্রকল্প ২০১৭-১৮ অর্থবছরে গৃহীত হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
* বিগত ২০১৫-১৬ অর্থবছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সারাদেশে ৩৫টি মডেল মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১২৫টি উপজেলায় আই.সি.টি রিসোর্স সেন্টার, ৩৫৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব ও ২৬৬৫৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে।

**৪.০ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ**

| (বিলিয়ন টাকা) |
| --- |
| **বিবরণ** | **বাজেট** **2020-21** | **বাজেট** **2019-20** | **প্রকৃত****2018-19** |
| বিভাগের মোট বাজেট |  | 74.5 |  |
| পরিচালন বাজেট |  | 59.4 |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  | 15.1 |  |
| বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট |  | 62.01641 |  |
| পরিচালন বাজেট |  | 49.42674 |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  | 12.58967 |  |
| জাতীয় বাজেট |  | **5,232** |  |
| জিডিপি |  | 28859 |  |
| জাতীয় বাজেট (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 18.13 |  |
| বিভাগের বাজেট (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 0.26 |  |
| বিভাগের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার) |  | 1.42 |  |
| বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 0.21 |  |
| বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার) |  | 1.19 |  |
| বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (বিভাগের মোট বাজেটের শতকরা হার) |  | **83.21** |  |

**সূত্রঃ অর্থ বিভাগ**

**৫.০ শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ**

**কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ একটি নবসৃষ্ট বিভাগ। শিশু কল্যাণ নিশ্চিতকরণে এ বিভাগের উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরুপ:**

* শিশুদের উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সনদ, নীতি, আইন, বিধি বা কর্মপরিকল্পনার আলোকে অত্র বিভাগের শিশু কেন্দ্রিক পৃথক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;
* শুধুমাত্র শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা;
* শিশুদের উন্নয়নে বিশেষায়িত গবেষণা কর্ম পরিচালনা;
* মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টি;
* শিশুদের উন্নয়নের জন্য গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নকারীগণের সঠিক প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা সৃষ্টি;
* শিশু বাজেট বা শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের পৃথক ডকুমেন্টেশন ও ব্যবস্থাপনা;
* শিশু বাজেট বা শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত স্টেকহোল্ডারগণের সাথে সমন্বয়।

**৬.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনা**

| **পরিকল্পনার মেয়াদ** | **পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম** |
| --- | --- |
| **২০১৯-২০ অর্থবছরের পরিকল্পনা** | * কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ ও শিক্ষার গুনগত মনোন্নয়নের জন্য “১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন”, “২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন”, “৪টি বিভাগে ১টি করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন”, “বিদ্যমান পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন” এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে চলমান রাখা;
* শিক্ষাকে শিশুদের জন্য সহজবোধ্য ও আনন্দদায়ক করে তোলার জন্য ৬৫৩টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, বই-পুস্তক, খেলাধুলার সরঞ্জাম, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, অফিস যন্ত্রপাতি সরবরাহের উদ্দেশ্যে গৃহীত প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রাখা;
* সারা দেশে বিদ্যমান কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘Skills and Employment Programme in Bangladesh (SEP-B)’, Skills 21 Empowering Citizens for Inclusive and Sustainable Growth Project’এর কার্যক্রম চলমান রাখা;
* কন্যাশিশুদের প্রতি বিভিন্ন সামাজিক বৈষম্যের বিলোপ, বাল্যবিবাহ নিরোধে নারীদের কর্মসংস্থানের বিকল্প নেই বিধায় নারীর কর্মের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ৪টি বিভাগে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন , ৮টি বিভাগীয় সদরে ৮টি মহিলা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রকল্প চলমান রাখা ;
* সকল অবকাঠামো নির্মাণে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিষয়টি যত্নের সাথে বিবেচনা করে প্রতিটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে র‍্যাম্প এর সংস্থান রাখা ও নারী শিক্ষার্থীদের প্রজনন স্বাস্থ্যের বিশেষ প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনা করে ছেলে-মেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক পৃথক ওয়াশ ব্লক এর ব্যবস্থা করা;
* এবতেদায়ী স্তর হতে কামিল স্তর পর্যন্ত উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প চূড়ান্ত অনুমোদনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধিন। প্রকল্প অনুমোদিত হলে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদেরকেও উপবৃত্তি প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে।
 |
| **মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা**  | * **শিশুদের উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সনদ, নীতি, আইন, বিধি বা কর্মপরিকল্পনার আলোকে মন্ত্রণালয়ের শিশু বিষয়ক সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ**;
* **শিশুদের উন্নয়নে বা তাদের পরিপূর্ণ বিকাশে কাঙ্খিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং প্রয়োজনীয় বিষয় সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ এবং গবেষণা কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ**;
* **কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে সকল নারী ও পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের উপবৃত্তির আওতাভুক্ত করা**;
* **চলমান ‘১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন’ শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন শেষে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা, পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটসমূহে ‘অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যমান পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন’ প্রকল্পের মাধ্যমে নারী শিক্ষার্থীসহ সার্বিক এনরোলমেন্ট বৃদ্ধি।**
 |
| **দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা** | * **বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে কমপক্ষে দশ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে;**
* NTVQF **এবং** BQF **এর সুনির্দিষ্ট কাঠামো নির্ধারণ এবং শিশুদের সাথে আচরণ সংক্রান্ত একটি সুনির্দিষ্ট সার্বজনীন বিধিমালা বা** Code of Conduct **প্রস্তুতিতে অন্যান্য সরকারি দপ্তরকে সহায়তা প্রদান;**
* **শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত স্টেকহোল্ডারগণের সাথে সমন্বয় বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ;**
* TVET **শিক্ষা কার্যক্রমকে শিক্ষার মূল স্রোতে আনয়নের উদ্দেশ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে (এসডিজি অভিষ্টসহ) কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা জাতীয়ভাবে ৩০**% **এর উর্ধ্বে উন্নীতকরণ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহে শিশু বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণ;**
* **‘৩২৯টি উপজেলায় টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ’ শীর্ষক নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি উপজেলায় কারগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন;**
* **বেসরকারি পর্যায়ে মাদ্রাসা ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারিগরি কোর্স চালুকরণ’;**
* **মাদ্রাসা পর্যায়ে ফিডিং কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন;**
 |

**৭.০ উপসংহার**

সু-শিক্ষীত ও প্রশিক্ষিত শিশু **আগামীর** মূল্যবান মানব সম্পদ। মানব সম্পদে যথার্থ বিনিয়োগ ব্যতিরেকে উন্নত ও শক্তিশালী অর্থনীতির বিকাশ অসম্ভব। উন্নত মানব সম্পদ সৃজনে-বিকাশে সমন্বিত ও গুণগত মানসম্পন্ন কর্মমুখী বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা অপরিহার্য। নবসৃষ্ট কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ ৭ম-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এসডিজি-২০৩০ এর অভীষ্টসমূহকে সমন্বিত করে লক্ষ্য অর্জনে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাবে। সমন্বিত এবং ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম গ্রহণ এবং সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালের পূর্বেই বাংলাদেশ দক্ষ জনশক্তির উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে, এই আমাদের অঙ্গীকার।